১৮/৫/২০০১

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮ ...

প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি করে ইউনিট হোক

১৯৯২ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী কলেজ শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ ও উন্নতিসাধন, শিক্ষার গুণগত মনোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ কলেজের যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি। এবং তখন থেকেই দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সহস্রাধিক কলেজকে গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে অবস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। ফলে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অধিভুক্ত সব কলেজের অধ্যক্ষগণকে অফিসিয়াল কাজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। এতে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দিক দিয়ে অধ্যক্ষগণসহ কলেজসমূহের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান কাজের দরুণ এই চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা ও গাজীপুর জেলার বাইরের এলাকার কলেজসমূহের যাতায়াতজনিত সমস্যার অন্ত নেই। তদুপরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বা বোর্ড বাজারে থাকা খাওয়ার নিম্নতম মানসম্মত কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এই সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। কেননা বিভিন্ন কারণে অফিসিয়াল কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২/৩ দিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

যা হোক দূরদূরান্তের কলেজসমূহের উপরোক্ত প্রকট সমস্যা সমাধানকল্পে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বিভাগীয় শহরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি করে ইউনিট খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রতি বিভাগের আওতাধীন অধিভুক্ত কলেজসমূহ সেখানেই তাদের নিজ নিজ অফিসিয়াল কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে সাধু এবং ধন্যবাদার্হ। আমি উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি একমত, তবে বিকল্প একটি প্রস্তাবের প্রতি সদাশয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিনয়ের সঙ্গে আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো প্রতি বিভাগীয় শহরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি করে অফিস/ইউনিট সংস্থাপন না করে সর্বাধিক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি করে ইউনিট/অফিস খোলার ব্যবস্থা করা হোক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যমান ভবনের সঙ্গে তিন-চারটি কক্ষ বিনির্মাণ/সমন্বয় করে উপ বা সহকারী কলেজ পরিদর্শকের পদমর্যাদা সম্পন্ন এক বা একাধিক কর্মকর্তার অধীনে পাঁচ-সাতজনের একটি স্বল্পবহুল কাঠামো দ্বারা উক্ত ইউনিট/অফিস পরিচালনা করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত পরামর্শটি অনুমোদন লাভ করলে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি :

১. শিক্ষা বোর্ডে ইউনিট সংস্থাপনের জন্য অবকাঠামোগত খরচ সঙ্গত কারণেই বিভাগীয় শহর অপেক্ষা কম হবে।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত প্রতিটি কলেজকে নিজ নিজ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর অফিসিয়াল কাজ সমাধা করতে প্রতিনিয়ত শিক্ষা বোর্ডে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। ফলে একই যাতায়াতে ও একই স্থান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অফিসিয়াল কাজের পাশাপাশি ডিগ্রি পর্যায়ের অফিসিয়াল কাজও সমাধা করা সম্ভব হবে।

৩. দূরদূরান্তের কলেজগুলোর কাজে ছাত্র ও শিক্ষকরা গাজীপুর দৌড়ানো থেকে পরিত্রাণ পাবে। শুধু গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ উক্ত ইউনিটের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর অফিসে প্রেরণ করা প্রয়োজন হবে। এতে প্রতিটি কলেজের শ্রম, অর্থ দুই-এরই সাশ্রয় হবে।

প্রস্তাবিত বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সদয় অনুমোদন প্রাপ্ত হলে ১ হাজার ২৬টি অধিভুক্ত কলেজ যে নানা ভাবে উপকৃত হবে তা স্পষ্ট। তাই মাননীয় আচার্য, উপাচার্যসহ সম্মানিত একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটকে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

এম আবদুর রাজ্জাক
অধ্যক্ষ
বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ
ঝিকরগাছা, যশোর।